সংগ্রহ

ম হা ভা র ত

পান্ডু নির্জনে কুন্তীকে বললেন, তুমি সন্তান লাভের জন্য চেষ্টা কর, আপৎকালে স্ত্রীলোক উত্তম বর্ণের পুরুষ অথবা দেবর থেকে পুত্রলাভ করতে পারে । . . .আমি প্রাচীন ধর্মতত্ত্ব বলছি, শোন। পুরাকালে নারীরা স্বাধীন ছিল, তারা স্বামীকে ছেড়ে অন্য পুরুষের সঙ্গে বিচরণ করত, তাতে দোষ হ'ত না , কারণ প্রাচীন ধর্মই এইপ্রকার । উত্তরকুরুদেশবাসী এখনও সেই ধর্মানুসারে চলে, এদেশেও সেই প্রাচীন প্রথা অধিককাল রহিত হয় নি । উদ্দালক নামে এক মহর্ষি ছিলেন, তাঁর পুত্রের নাম শ্বেতকেতু । একদিন শ্বেতকেতু দেখলেন তাঁর পিতার সমক্ষেই এক ব্রাহ্মণ তাঁর মাতার হাত ধরে টেনে নিয়ে গেলেন । উদ্দালক শ্বেতকেতুকে বললেন, তুমি ক্রুদ্ধ হয়ো না, সনাতন ধর্মই এই, পৃথিবীতে সকল স্ত্রীলোকই গরুর তুল্য স্বাধীন ।

- কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস-কৃত **মহাভারত** ; সারানুবাদ : **রাজশেখর বসু** , ১৩৫৬ বঙ্গাব্দ, ৫ম মুদ্রণ (১৩৭৩)

মোহাম্মদের বহুবিবাহ : দু'টি দৃষ্টিকোণ

(১)

তাঁর একতম দোষ এই বলা হয় যে, তিনি জীবনের শেষভাগে সর্ব্বশুদ্ধ ৯ জন মহিলার পানিগ্রহণ করেন । তিনি বিবাহ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু আপনারা কি আমাকে বুঝাইয়া দিতে পারেন যে সেই ব্যক্তি যিনি ২৪ বৎসর বয়ঃক্রম পর্যন্ত কোনোপ্রকার "মকারাদি" কু অবগত ছিলেন না, পরে নিজের অপেক্ষা অনেক অধিক বয়স্কা একটি বিধবার পানিগ্রহণ করিয়া তাঁহারই সহিত অতি সুখে জীবনের ২৬টি বৎসর যাপন করিলেন, তিনি শেষ বয়সে, যখন মানুষের জীবনীশক্তি নির্ব্বাপিত-প্রায় হয়, শুধু আত্মসুখের জন্যই যে কতকগুলি বিবাহ করিবেন, তাহা কি সম্ভব ? যদি ন্যায় বিচারের সহিত বিবেচনা করেন তবে আপনারা বেশ জানিতে পারিবেন যে বিবাহের উদ্দেশ্য কি ছিল । প্রথমে দেখিতে হইবে, তাঁহারা (হজরতের পত্নিগণ) কোন্ শ্রেণীর কুলবালা ছিলেন, আর কেনই বা তাঁহাদের বসুলের প্রয়োজন ছিল ; কতিপয় নারী এরূপ ছিলেন যে তাঁহাদের বিবাহের ফলে বসুলের পক্ষে "নূর-ইসলাম" প্রচারের সুবিধা হইল, আর কয়েকজন এরূপ ছিলেন যে, বিবাহ ব্যতীত তাহাদের ভরণপোষণ ও রক্ষণাবেক্ষণের অন্য কোনো উপায় ছিল না ।

- **বেগম রোকেয়া** , মতিচূর ২য় খন্ড, ১৯২২
মূল উর্দু রচনা নূর ইসলাম'-এর অনুবাদ

(২)

... হারেমের এক ডজনেরও বেশি স্ত্রীর সঙ্গে কাটানোর জন্য মোহাম্মদ রাত ভাগ করে নিয়েছিলেন । স্ত্রী হাফসা'র সঙ্গে যে রাতটি তাঁর কাটাবার কথা, সেদিন তিনি একটি কান্ড ঘটিয়েছিলেন । সেদিন হাফসা বাপের বাড়ি গিয়েছিলেন । কিন্তু নির্ধারিত সময়ের আগে বাড়ি ফিরে দেখেন শোবার ঘরের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ । বন্ধ কেন ? ঘরে কে ? ঘরে তাঁর পয়গম্বর স্বামী, আল্লাহর পেয়ারা নবী মোহাম্মদ মারিয়া নামের এক ক্রীতদাসীর সঙ্গে সম্ভোগে রত । হাফসা রেগে আগুন হয়ে হারেমের বাকি বউদের একথা জানিয়ে দিলেন । নিজের দোষ ঢাকতে মোহাম্মদ আকাশ থেকে আল্লাহকে নামালেন ; বললেন, এ তাঁর নিজের ইচ্ছেয় ঘটেনি, ঘটেছে আল্লাহর ইচ্ছেয়, আল্লাহর হুকুম তিনি পালন করেছেন, এর বেশি কিছু নয় । ..... নিজের ছেলের বউ জয়নবকে বিয়ে করেও মোহাম্মদ তাঁর অপকর্মকে জায়েজ করেছেন আল্লাহর ওহি নাজেল করে, আল্লাহ নাকি তাঁকে বলেছেন তাঁর ছেলের বউকে বিয়ে করার জন্য । মোহাম্মদের অল্পবয়সী সুন্দরী এবং বিচক্ষণ স্ত্রী আয়শা একটি চমৎকার কথা বলেছিল ; বলেছিল, "তোমার প্রভুটি তোমার সব শখ মেটাতে দেখি খুব দ্রুত এগিয়ে আসেন ।"...

তসলিমা নাসরিন ; দ্বিখন্ডিত, ২০০৩